ভারতের জাতীয় আয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রের অবদান এবং পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় থেকে তার পরিবর্তন আলোচনা কর।

যে কোন দেশের অর্থনীতির ক্ষেত্রগত অবদান আলোচনার কালে মূলত তিনটি ক্ষেত্রে অর্থনীতিকে ভাগ করা হয়। তেমনই ভারতের অর্থনীতিতেও তিনটি সেক্টর বর্তমান:-

১) প্রাইমারি সেক্টর:-মূলত কৃষি, প্রানীসম্পদ, বন, মৎস ইত্যাদির সাথে যুক্ত।

২) সেকেন্ডারি সেক্টর:- মূলত কারখানাজাত বা ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প। তার মধ্যে বৃহৎ, মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্প।

৩) টার্শিয়ারী সেক্টর:- একে সার্ভিস সেক্টরও বলা হয়। মূলত বিভিন্ন সেবা, ট্রেড, ট্রান্সপোর্ট, কমিউনিকেশন, ব্যাংকিং, ইনসুওরেন্স ইত্যাদির সাথে যুক্ত।

টার্শিয়ারী ক্ষেত্রে উন্নয়ন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিক নির্দেশ করে। জনসংখ্যার যত বেশী প্রাইমারী সেক্টরের পরিবর্তে, সেকেন্ডারি ও টার্শিয়ারী সেক্টরে নিযুক্ত থাকে, সে দেশ ততবেশী উন্নতির পথে অগ্রসর হয়।

ভারতে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সূত্রপাতের কালে অর্থাৎ, ১৯৫০-৫১ সালে ভারতের জাতীয় আয়ে (GDP) প্রাইমারি সেকটরের অবদান ছিল প্রায় ৫৬ শতাংশ এবং সেকেন্ডারি সেকটরের মাত্র ১৫ শতাংশ। তারপর থেকে প্রাইমারি সেকটরের অবদান ক্রমশ কমেছে। বর্তমানে প্রাইমারি সেকটরের অর্থাৎ, গ্রামীণ ও কৃষিক্ষেত্রের অবদান মাত্র ১৬ শতাংশ এবং সেকেন্ডারি সেকটর অর্থাৎ, সংগঠিত, অসংগঠিত এবং বৃহৎ শিল্পের অবদান ৩১ শতাংশ। উল্লেখযোগ্যভাবে টারশিয়ারি সেকটরের অবদান বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৩ শতাংশে।

ক্ষেত্রগত অবদান শতাংশে পদত্ত

ক্ষেত্র	১৯৫০-৫১	১৯৮০-৮১	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫
প্রাইমারি	৫৫.৪	৩৮	১৩.৯	১৬.১

সেকেন্ডারি	১৫	২৪	২৬	৩১.৪
টারশিয়ারি	২৯.৬	৩৮	৫৯.৯	৫২.৫

দেখা যাচ্ছে, ভারতে সেকেন্ডারি সেকটর বা শিল্পক্ষেত্রের বৃদ্ধির পাশাপাশি টারশিয়ারি সেকটর বা সেবাক্ষেত্রের বৃদ্ধিও উল্লেখযোগ্য হারে ঘটেছে। ২০১৩-১৪ সাল অবধি সেকেন্ডারি সেকটরের তুলনায় টারশিয়ারি সেকটরের বৃদ্ধির হার বেশি থেকেছে।

বলা হয়, উন্নয়নের প্রথম পর্যায়ে জাতীয় আয়ে প্রাইমারি সেকটর তথা কৃষির অবদান থাকে বেশি। দ্বিতীয় পর্যায়ে সেকেন্ডারি সেকটর তথা শিল্পক্ষেত্রের অবদান বেশি হওয়ার কথা এবং তৃতীয় বা চূড়ান্ত পর্যায়ে টারশিয়ারি তথা সেবা ইত্যাদি ক্ষেত্রের অবদান বেশি হওয়ার কথা। কিন্তু, ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম লক্ষ করা যাচ্ছে। ১৯৫০-৫১ সাল অর্থাৎ উন্নয়নের দ্বিতীয় পর্যায় থেকেই টারশিয়ারি সেকটর সেকেন্ডারি সেকটরকে পিছনে ফেলে দিয়েছে। আজও ভারতীয় অর্থনীতিতে টারশিয়ারি সেকটরের অবদানই সবচেয়ে বেশি।

পরিকল্পনার শুরু থেকেই ভারতে টারশিয়ারি সেকটরের প্রাধান্যের কারণ হল যেভাবে উন্নত দেশগুলিতে অর্থনৈতিক বিবর্তন ঘটেছে ভারতে ঠিক সেইভাবে ঘটেনি। ব্রিটিশ অধীনতার কালে ও তার পরে বিদেশে উদ্ভূত ও আবিষ্কৃত বহু প্রযুক্তি ভারতে আমদানি হয়েছে। শিল্পোৎপাদন বা শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে এটা ঘটেনি। ভারতে পুঁজির অভাব হলেও, শিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত মানবসম্পদের অভাব নেই। এই মানবসম্পদ নিয়োজিত হয়েছে টারশিয়ারি ক্ষেত্রে। এছাড়া, টারশিয়ারি সেকটরের উন্নতির কারণ হিসাবে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করা যায়ঃ

১) চিকিৎসাব্যবস্থা, ডাক্তার, নার্স, হাসপাতাল, শিক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন;

২) পরিবহন ও অন্যান্য সেবাকর্মের চাহিদা;

৩) পর্যটনশিল্পের উন্নয়ন;

৪) তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে সফ্‌টওয়্যার ডেভেলপমেন্ট এবং কল সেন্টার ইত্যাদির ক্ষেত্রে বৈদেশিক চাহিদা;

৫) আর্থিক বাজার ও শেয়ারবাজার ইত্যাদির বিস্তৃতি;

ফলত, এ কথা বলা চলে যে, ভারতীয় অর্থনীতির উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিল্পায়ন এবং বাজার অর্থনীতি বড় ভূমিকা নিয়েছে। কিন্তু, এই উন্নয়নকে ভারসাম্যযুক্ত বা সুষম উন্নয়ন কোনওভাবেই বলা যায় না। যদিও জাতীয় আয়ে কৃষির অবদান কমেছে কিন্তু কৃষিতে নিযুক্ত মানুষের সংখ্যা সেই হারে কমেনি। আজও ভারতবর্ষের গরিষ্ঠসংখ্যক মানুষ গ্রামে বাস করেন এবং মূলত কৃষি ও তৎসংক্রান্ত কাজেই তাঁরা নিযুক্ত।

ভারতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলিকে সংগঠিত এবং অসংগঠিত এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। দেখা যাচ্ছে, বর্তমানে ৯০ শতাংশের বেশি মানুষ অসংগঠিত ক্ষেত্রে নিযুক্ত, যে ক্ষেত্রের বেশিটাই জুড়ে আছে কৃষি ও তৎসংক্রান্ত কাজ। অথচ, এই ক্ষেত্র জাতীয় আয়ের ৫০ শতাংশ জুগিয়ে থাকে। বাকি ৫০ শতাংশ সংগঠিত ক্ষেত্রের অবদান যে ক্ষেত্রে ১০ শতাংশেরও কম মানুষ কর্মে নিযুক্ত। এই ঘটনা দুটি বিষয় ইঙ্গিত করে - ১) ভারতে উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিপুল হারে অর্থনৈতিক বৈষম্য ঘটেছে এবং ২) সংগঠিত ক্ষেত্রে যে হারে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে, অসংগঠিত ক্ষেত্রের উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধি তার আশপাশে নেই।
ভারতীয় অর্থনীতির নীতিপ্রণয়নকারীদের এই দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।